সংবাদ

তারিখ 26 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৭ ২

গ্রাম-গ্রামান্তরে

স্কুল গড়তে সর্বস্ব দিয়ে শান্তিলতা আজ আশ্রয়হীন

রুকুনউদ্দৌলাহ

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর/মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষই সুরাসুর।' ছাত্র জীবনে পাঠ্যসূচিতে কবিতাটি ছিল। তখন পড়েছিলাম পরীক্ষায় পাস করার জন্য। কবিতার মর্মকথা স্যাররা যতটুকু বুঝিয়েছিলেন তার সবটুকু বয়সের অপরিপক্কতার জন্য বুঝতে পারিনি। তবে এখন বেশ বুঝি। শুধু বুঝি না, কবিতার একটি বাস্তব চিত্র যেন দেখলাম সম্প্রতি। দেখলাম সুর ও অসুর দুটিই।

সুর অর্থ দেবতা। আর অসুর অর্থ হিন্দু পুরোণোক্ত দেবকুলের শত্রুদল বা দানব। যে সুর ও অসুর দেখার কথা বলছি তা কবির কথায় এ সমাজের মানুষই। বেশি দূরে নয়, যশোরেরই একটি গ্রাম মাগুরায় তাদের দেখা মিলবে। যশোর থেকে খুলনা যেতে মহাসড়কের প্রেমবাগ বাজারের বটতলায় ডাইনের রাস্তাটি ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরত্বে এই মাগুরা গ্রাম। পুরো রাস্তাটি পিচের; কিন্তু পিচের অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) এ রাস্তাটির কার্পেটিং উঠে এখন শুধু খোয়াই দৃশ্যমান। তার ওপর মাঝে মাঝে ছোট-বড় গর্ত। যানবাহন চলাচল করা রীতিমতো ঝুঁকির ব্যাপার। রাস্তার অবস্থা দেখে আমার সহযাত্রী বন্ধুবর খোন্দকার রাশেদ মেনন বললেন, প্রতি তিন বছর অন্তর এলজিইডির রাস্তাগুলো সংস্কার করার কথা। কিন্তু রাস্তাটির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তিন যুগেও সংস্কার হয়নি।

অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নের গ্রাম এটি। যশোরের দুঃখ বলে পরিচিত 'ভবদহ' এলাকার জলাবদ্ধতার ছাপ এ গ্রামেও আছে। অপেক্ষাকৃত নিচু এই গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়েছে। গ্রামবাসী আশংকা করছেন এবারের বর্ষায় ভবদহের অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে এই গ্রামের মানুষকেও সে দুর্ভোগের শিকার হতে হবে।

এই গ্রামে বাস করতেন মঙ্গল বিশ্বাস নামে এক বিত্তশালী হিন্দু ভদ্রলোক। শান্তিলতা নামে এক মেয়ে ছাড়া তার আর কোন সন্তান ছিল না। শান্তিলতাকে বিয়ে দেয়া হয় বিদ্যুৎ ঘোষ নামে এক যুবকের সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে মাগুরা গ্রামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় মঙ্গল বিশ্বাস স্কুলটির জন্য ৩৩ শতক জমি দান করেন। শান্তিলতা ছাড়া মঙ্গল বিশ্বাসের আর কোন সন্তান না থাকায় তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার সব সম্পত্তির মালিক হন শান্তিলতা। এ দিকে শান্তিলতার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বাবার ভিটেই ফিরে আসেন। এ অবস্থায় বাবাহারা ও স্বামীহারা শান্তিলতা দারুণ অসহায় অবস্থায় পড়েন। এ সুযোগে এলাকার এক শ্রেণীর পরসম্পদলোভী মানুষ শান্তিলতার জমিজমা জবর-দখল করে নিতে থাকে। এভাবে তারা প্রায় সব সম্পত্তি দখল করে নেয়। তার এ অসহায়ত্বের সুযোগে মাগুরা হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সব সম্পত্তি কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে এক ফন্দি আঁটে। তারা শান্তিলতাকে এ মর্মে ভুল বোঝায় যে আরও কিছু জমি না হলে স্কুলটি থাকবে না। মহৎপ্রাণ শান্তিলতা স্বামীর দেয়া জমির ওপরের স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে মানতে না পেরে স্কুলের নামে আরও ১১ বিঘা জমি দান করতে সম্মত হন। অমানবিক বিষয় হলো– নিরক্ষর, নিরীহ ও সরলপ্রাণ এ মহিলাকে রেজেস্ট্রি অফিসে নিয়ে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ১১ বিঘার জায়গায় ২২ বিঘা সম্পত্তির সবটুকু লিখে নেয়। এদিকে যারা শান্তিলতার সম্পত্তি জবর-দখল করে রেখেছিল তাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ করে স্কুলের দখলে নিয়ে নেয়। এই যখন অবস্থা তখন শান্তিলতা স্কুল কর্তৃপক্ষের কারচুপির কথা জানতে পারেন। তিনি বাকি জমি ফেরত পেতে আদালতের শরণাপন্ন হন।

তিনি জানান, গৌতম কুমার দে নামে তার এক পালিত পুত্র আছে। নিঃসন্তান শান্তিলতা গৌতমকে ২১ দিন বয়সে দত্তক নেন। সেই থেকে নিজের সন্তানের মতো তাকে মানুষ করেছেন। তাকে বিয়ে দিয়েছেন। তার দুটি সন্তানও হয়েছে। মা হিসেবে তাদের ভবিষ্যতের জন্য বাকি জমি তিনি গৌতমকে দিয়ে যাবেন। এটি তার নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য তিনি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রায় এক যুগ ধরে মামলাটি চলছে। এ মামলার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে শান্তিলতা সয়ে চলেছেন নানা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে মারও খেয়েছেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা এ নারী। স্কুল কম্পাউন্ডে প্রবেশ করায় স্কুল থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার ঘটনা দাগ কেটে রয়েছে তার মনে।

গত বছর পাঁচেক আগে স্থানীয় কতিপয় মানবিকগুণসম্পন্ন মানুষের চাপের মুখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শান্তিলতার আমৃত্যু দেখভালের দায়িত্ব নেয়ার অঙ্গীকার করে। এজন্য তাকে প্রতি মাসে ৫০ কেজি চাল, বছরে দুটি শাড়ি, নগদ কিছু টাকা ও তেল-সাবান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ সাত-আট মাস এ অঙ্গীকার রক্ষা করলেও পরে তা মানেনি। গত প্রায় চার বছর শান্তিলতাকে কিছুই দেয়া হচ্ছে না। উল্টো তাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য নানাভাবে চাপ প্রয়োগ ও লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এ অভিযোগ করেছেন শান্তিলতা।

তিনি তার দুঃখের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কথা বলার সময় দু'চোখ গড়িয়ে ঝরছিল অশ্রু।

স্কুল কম্পাউন্ডের এক কোণে ঝোপঝাড়ের মধ্যে শান্তিলতার একটি কুঁড়েঘর ছিল। ওই ছোট্ট খুপড়ি ঘরে পালিত পুত্র গৌতম, ওই পুত্রের স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে কোনরকমে খেয়ে না খেয়ে দিনযাপন করছিলেন অসহায় এ বৃদ্ধা। কিন্তু সেই আবাসটিও এখন নেই। তা ভেঙে ফেলতে হয়েছে। গত ১৪ জুলাই তার ঘরে সাপের সন্ধান পাওয়া যায়। ওঝা এনে ঘরটি থেকে পাওয়া যায় পাঁচটি গোখরা সাপ ও ২৪টি ডিম। আর এ কারণে শান্তিলতার ঘরটি ভেঙে ফেলে মাটি কেটে সরিয়ে ফেলা হয়। ফলে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই হয় শান্তিলতার। লক্ষ প্রাণে আলো জ্বালানোর বাতিঘর নির্মাণে যিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি নিজেই আজ নিষ্প্রভ, নিভু নিভু করে জ্বলছেন। নিজের সর্বস্ব দান করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করেছেন, তাকে এখন থাকতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। তিনি আজ নিঃস্ব-রিক্ত। আইডি কার্ডের হিসাব অনুযায়ী শান্তিলতার বয়স ৭৭। তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। তার চলার শক্তিটুকু নেই। নেই চোখের জ্যোতিও।

শান্তিলতার ঘরে সাপের ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুই জানে না। রাতে সাপের ভয়ে অন্যের বাড়িতে ঘুমালেও স্কুলের একটি রুমে ঠাঁই হয়নি তার। ওই অঞ্চলের কারও দয়া হয়নি শান্তিলতার ঘরটি তৈরি করে দেয়ার ব্যবস্থা করার। যদিও শান্তিলতার দানের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শিখে ওই এলাকার অনেকেই গণ্যমান্য ও সমাজের উঁচুতলার মানুষে পরিণত হয়েছেন।

স্থানীয় জনৈক বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেন, প্রেমবাগ ইউনিয়নে কতশত রাজনৈতিক নেতা আছেন, আছেন জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে শো-ডাউন করে, খিচুড়ি খাইয়ে, মটরসাইকেলের বহর নামিয়ে এক দিনে লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দিতে দেখি। কিন্তু শান্তিলতার মতো একজন দানবীর নারীর ঘর তৈরি করে দেয়ার জন্য বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন মহিয়সী নারীর প্রতি এ নির্মম-নির্দয় আচরণের লজ্জা কার?

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি ছবদুল গাজী বলেন, শান্তিলতার পালিত পুত্র গৌতম। মাত্র ২১ দিন বয়স থেকে যার কোলে সে মানুষ হয়েছে তার সম্পত্তিতে গৌতমের যাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় সে ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গৌতমকে এলাকার এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত অহরহ হুমকি দিচ্ছে তাকে মাগুরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হবে। মামলায় শান্তিলতা জিতুক আর হারুক তার সম্পত্তির এক চিলতে জমিও গৌতমকে ভোগ করতে দেয়া হবে না। তারা বলছে, শান্তিলতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রাম থেকে হাওয়া করে দেয়া হবে। এ ধরনের হুমকিতে তিনি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

প্রেমবাগ ইউপি চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন জানান, সহায়-সম্পত্তি সবই একটি প্রতিষ্ঠানে দান করার পর সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতায় দাতার মাথা গোঁজার ঠাঁই হচ্ছে না এর চেয়ে অমানবিক কাজ আর কি হতে পারে? এই মানবতাবিরোধী কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সরকারি-বেসরকারি সব মহলের সোচ্চার হওয়া দরকার।

এলাকার তরুণরা জানান, ২২ বিঘা দানের সম্পত্তির ওপর মাগুরা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটির জরাজীর্ণ অবস্থা অবর্ণনীয়। এর একমাত্র কারণ এ সম্পত্তি থেকে উপার্জিত অর্থ লুটপাট করেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কতিপয় সদস্য। তারা সরকারি দলের সঙ্গে জড়িত বলে কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

বিষয়টি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে এলাকাবাসীর সবাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, যাদের সর্বস্ব ত্যাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের ভরণ-পোষণে স্কুল কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে শান্তিলতার পালিত পুত্র গৌতমকে যোগ্যতা অনুযায়ী স্কুলে একটি চাকরি দেয়া যেতে পারে। মাগুরা বাজারে শান্তিলতার জমির ওপর অনেক দোকান আছে যার ভাড়ার টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ পায় এই দোকানগুলোর মধ্যে কয়েকটি দোকানের ভাড়ার টাকা শান্তিলতাকে দিলেও সমস্যা সহজে মিটে যায়। কিন্তু অবাধ লুটপাটের কারণে কোনটাই করা হচ্ছে না।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফর রহমান। কমিটির বিদ্যোৎসাহী সদস্য হলেন তারই নাতি জাহাঙ্গীর আলম।

শান্তিলতার এ করুণ এ অবস্থার কথা জেনে অভয়নগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মনদীপ ঘরাই টানা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছিলেন তার ভাঙা কুটিরে। শান্তিলতা তখন খোলা আকাশের নিচে বসেছিলেন।

তিনি বলেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছি এমন একজন দানশীল মহীয়সী নারী ৬ দিন খোলা আকাশের নিচে। অথচ এলাকার কারও এতটুকু দয়া হলো না। এমনকি স্কুল মাঠ সংলগ্ন হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

এ সময় শিশুর মতো কেঁদে ফেলেন শান্তিলতা।

ইউএনও শান্তিলতার শান্তির নীড় তৈরির ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই নীড় তৈরি না হওয়া পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে শান্তিলতার পরিবারে থাকার জন্য স্কুলের একটি কক্ষ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর